بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ জুন, ২০২২ মোতাবেক ১৭ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, ইয়ামামার প্রেক্ষাপটে মুরতাদ বা মুনাফেকদের ঘটনা অর্থাৎ মুসায়লামা কায্যাব ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের যে ঘটনা ছিল তা (বর্ণনা করা) শেষ হয়েছে। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে যেসব মুরতাদ অস্ত্র ধারণ করেছিল তাদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। যেভাবে আমি ইতোপূর্বেই বর্ণনা করেছি, অনেকগুলো অভিযান ছিল। প্রথম অভিযানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর তা অনেক দীর্ঘ ছিল। অবশিষ্ট দশটি অভিযানের দু'টি বা তিনটির বর্ণনায় যা রয়েছে তা হল– হযরত হুযায়ফা এবং হযরত আরফাযা (রা.)-এর মাধ্যমে এই অভিযানটি সম্পন্ন করা হয় যা ওমানের বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ওমান বাহ্রাইনের নিকট ইয়ামেনের একটি শহর। ওমান পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের মাঝে অবস্থিত, যাতে সে যুগে বর্তমান সংযুক্ত আরব আমীরাতের পূর্বাঞ্চলও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এখানে মুশরিক গোত্র আযদ এবং অন্য কয়েকটি গোত্র বসবাস করত, যারা অগ্নীপূজারি ছিল। মাস্কাট, সুহার ও দাবা এখানকার উপকূলীয় শহর ছিল। মহানবী (সা.)-এর আশিষময় যুগে ওমান পারস্য সাম্রাজ্যের অধিনে ছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে জেফর নামের এক ব্যক্তি গভর্ণর নিযুক্ত ছিল। সে অঞ্চলে মজুসী ধর্ম বিস্তৃত ছিল। মহানবী (সা.) ৮ম হিজরী সনে হযরত আবু যায়েদ আনসারী (রা.)কে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং হযরত আমর বিন আস (রা.)কে এখানকার নেতা দুই ভাই জেফর বিন জুলুন্দায় ও আব্বাদ জুলুন্দায়ের নামে পত্রসহ প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর এই পত্রের বিষয়বস্তু ছিল–

بسم الله الرحمن الرحيم। এ পত্রটি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জুলুন্দায়ের দু'পুত্র জেফর ও আব্বাদের প্রতি প্রেরিত হচ্ছে। তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসরণ করেছে। আমি আপনাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকবেন। আমি আল্লাহর রসূল আর আমি সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছি যাতে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারি এবং কাফেরদের কাছে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরতে পারি। আপনারা যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমি আপনাদেরকে সেখানকার শাসক থাকতে দিব, কিন্তু আপনারা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তাহলে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের রাজত্ব হারিয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে বেশ কিছুদিন আলোচনার পর এই দুই ভাই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এক রেওয়ায়েত অনুসারে ওমানের শাসক জেফর বলেন, ইসলাম গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই তবে আশংকা হলো, আমি যদি এখান থেকে যাকাত সংগ্রহ করে মদিনায় প্রেরণ করি তাহলে আমার জাতি আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে। একথা শুনে হযরত আমর বিন আস (রা.) যে প্রস্তাব দেন তা হল– অত্র

অঞ্চল থেকে যাকাতের যে সম্পদ আদায় হবে তা এই অঞ্চলের দরিদ্রদের জন্যই ব্যয় করা হবে। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর বিন আস (রা.) এখানে দুই বছর অবস্থান করেন এবং মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই সফল তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে সেই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যখন আরবের চতুর্দিকে ধর্মত্যাগের ব্যাধি ও বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)কে ওমান থেকে মদিনায় ডেকে পাঠান। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাদের মাঝে লাকীদ বিন মালেক আযদীর অভ্যুদয় ঘটে। তার উপাধি ছিল 'যুল তাজ' আর অজ্ঞতার যুগে তাকে ওমানের বাদশা জুলুন্দায়ের সমপর্যায়ের লোক মনে করা হত। 'জুলুন্দায়' ওমানের বাদশাহদের উপাধি ছিল । যাহোক, সে নবুওয়্যতের দাবি করে বসে এবং ওমানের অজ্ঞরা তার অনুসরণ করে। সে ওমান দখল করে নেয়। জেফর এবং তার ভাই আব্বাদকে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয়। জেফর হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই পুরো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার কাছে দুজন আমীর প্রেরণ করেন। একজন হলেন হুযায়ফা বিন মেহসান গালফানী হিমিয়ারী যাকে ওমানের উদ্দেশ্যে এবং অপরজন হলেন আরফাযা বিন হারসামা বারকী ইয়াযদী যাকে মাহ্‌রা অভিমুখে প্রেরণ করে নির্দেশ দেন, তারা দুজন যেন একইসাথে সফর করেন আর যুদ্ধের সূচনা যেন ওমান থেকে করেন। মাহ্‌রা ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম ছিল। তিনি (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, যখন ওমানে যুদ্ধ হবে তখন হুযায়ফা কমাণ্ডার হবে এবং মাহ্‌রাতে যখন যুদ্ধ হবে তখন হুযায়ফা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং হযরত আরফাযা (রা.)-এর পরিচয় হল, তবরীর ইতিহাসে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর নাম হুযায়ফা বিন মেহ্‌সান গালফানী উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সাহাবীদের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তকে তাঁর নাম হুযায়ফা কালআনী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওমানের গভর্ণর ছিলেন। সাহাবীদের জীবনী–সংক্রান্ত পুস্তকে হযরত আরফাযা (রা.)-এর পুরো নাম আরফাযা বিন হুযায়মা (রা.) বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আসীরের মতে তাঁর পিতার নাম হারসামা ছিল। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে রণকৌশলের কারণে খ্যাতি রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দুজনের সাহায্যের জন্য হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)-কে প্রেরণ করেন। এর আগে ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণে মুসায়লামা কায্‌যাবের বর্ণনা দেয়ার সময় এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত ইকরামা (রা.)কে ধর্মত্যাগের ফিৎনা ও বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রেরণ করেন এবং শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা (রা)কে তার সাহায্যের জন্য পাঠান তখন তিনি (রা.) ইকরামাকে আদেশ দিয়েছিলেন, শুরাহ্‌বিল পৌঁছার পূর্বে তিনি যেন আক্রমণ না করেন, কিন্তু তিনি অপেক্ষা না করেই আক্রমণ করে বসেন যার ফলে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন আর তাকে ওমানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে ইকরামা (রা.) স্বীয় সৈন্যসামন্ত নিয়ে আরফাযা ও হুযায়ফা (রা.)-এর পেছনে ওমানের দিকে রওয়ানা হন এবং তাদের দুজনের ওমান পৌঁছানোর পূর্বেই ইকরামা (রা.) ওমানের নিকটবর্তী রিজাম নামক স্থানে তাদের উভয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর তারা জেফর এবং তার ভাই আব্বাদের নিকট তাদের বার্তা প্রেরণ করেন। ইতিহাসের কিছু পুস্তক, যেমন কামিল ইবনে আসীর-এ তার নাম এআয বর্ণিত হয়েছে। রিজাম ওমানের

একটি বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল। যাহোক, মুসলমান সেনাবাহিনীর সর্দারদের বার্তা পেয়ে জেফর এবং আব্বাদ নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন। মুরতাদের নবীর দাবির পর তারা আত্মগোপন করেছিলেন, কেননা সে সেনাবাহিনী গঠন করেছিল এবং তার শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। যাহোক, তারা নিজ অবস্থানস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সুহার নামক স্থানে এসে তাবু গাঁড়েন। আর হুযায়ফা, আরফাযা এবং ইকরামা (রা.) কে সংবাদ পাঠান, আপনারা সবাই আমাদের কছে চলে আসুন। সুহার, ওমানের পাহাড়ের সাথে লাগোয়া একটি গ্রাম। এ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, পাঁচ রাতের জন্য রজব মাসের শুরুতে ওমানে একটি বাজার বসত। অতএব মুসলমান সৈন্যবাহিনী সুহারে এসে একত্রিত হয় এবং আশেপাশের অঞ্চলকে মুরতাদমুক্ত করে ফেলে। অপরদিকে লাকীদ বিন মালেক ইসলামী সেনাবাহিনী পৌঁছানোর সংবাদ পাওয়ার পর সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের প্রতিহত করতে বের হয় এবং দাবা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। সে মহিলা, শিশু এবং মালপত্র নিজের পিছনে রাখে যাতে এর মাধ্যমে রণক্ষেত্রে তার হাত দৃঢ় থাকে। 'দাবা'ও এ অঞ্চলের একটি শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মুসলমান নেতৃবৃন্দ লাকীদের সাথী সর্দারকেও পত্র লিখেন আর এর সূচনা করেন বনু জাযায়েদ গোত্রের সর্দারের মাধ্যমে। এসব পত্রের উত্তরে সেই সর্দাররাও মুসলমান নেতৃবৃন্দকে পত্র লেখে। এই পত্র বিনিময়ের ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, এই সর্দাররা সবাই লাকীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলমানদের দলভুক্ত হয়। এই স্থানেই, অর্থাৎ দাবা নামক স্থানে লাকীদের সৈন্যবাহিনীর সাথে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শুরুতে লাকীদের পাল্লা ভারী ছিল এবং মুসলমানদের পরাজয় অত্যাসন্ন ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিজ কৃপাগুণে অনুগ্রহ করেন এবং এই কঠিন মুহূর্তে সাহায্য করেন। বাহরাইনের বিভিন্ন গোত্র এবং বনু আব্দুল কায়সের পক্ষ থেকে বিরাট সহায়ক সেনাদল এসে পৌঁছায়। ফলে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়, তাই তারা সামনে অগ্রসর হয়ে লাকীদের সৈন্যবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে লাকীদের সেনাবাহিনীর পা উপড়ে যায় এবং (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ১০ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করে। মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে, তাদের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য কেন্দ্র দখল করে নেয় এবং এর এক-পঞ্চমাংশ আরফাজার হাতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। একইভাবে ওমানেও এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটে এবং মুসলিম শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের পর হুযায়ফা (রা.) ওমানেই অবস্থান করেন এবং সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ আর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরফাজা মালে গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে মদিনা চলে যান। হযরত ইকরামা (রা.) তার সৈন্যদল নিয়ে মাহ্রার বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য যাত্রা করেন। মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত ইকরামা (রা.)-এর অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা হল, হযরত আবু বকর (রা.) ইকরামাকে একটি পতাকা দিয়েছিলেন এবং তাকে মুসায়লামার মোকাবিলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মুসায়লামাকে প্রতিহত করার জন্য ইকরামাকে ইয়ামামার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তার পিছনে হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানা (রা.)-কেও ইয়ামামায় প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উভয়ের জন্য ইয়ামামার নাম উচ্চারণ করেন। অবশ্য ইকরামা (রা.)-কে বলেন, শুরাহ্বিল না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি আক্রমণ করবে না। কিন্তু যেভাবে ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে ইকরামা (রা.) তাড়াহুড়ো করেন আর শুরাহ্বিল (রা.) আসার

পূর্বেই তিনি (রা.) এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে বসেন। মুসায়লামা তাকে পিছু হটিয়ে দেয়, ফলে পরাজিত হয়ে তিনি পিছিয়ে যান। হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা (রা.) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই থেমে যান। হযরত আবু বকর (রা.) শুরাহ্‌বিল (রা.)-কে লিখেন, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ইয়ামামার নিকটেই অবস্থান কর। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-কে লিখেন, এখন আমি তোমার চেহারাও দেখতে চাই না আর তোমার কোন কথাও শুনতে চাই না যতক্ষণ না তুমি আমাকে কোন বিশেষ অবদান রেখে দেখাবে। অসাধারণ কোন কাজ করে দেখাতে পারলে আমার কাছে আসবে। এরপর তিনি (রা.) তাকে বলেন, তুমি ওমান যাও এবং ওমানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ কর আর হুযায়ফা ও আরফাজা (রা.)-কে সাহায্য কর।

যাহোক, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, ওমান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অংশ ছিল যাতে সেকালে বর্তমান সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর পূর্বাঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে মুশরিক গোত্র আয্‌দ ও অন্যান্য গোত্রের বসতি ছিল যারা ছির অগ্নি উপাসক। মস্কাট, সোহার ও দাবা এই অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী শহর ছিল। তিনি এই নির্দেশও প্রদান করেছিলেন যে, তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অশ্বারোহী বাহিনীর সর্দার হবে, তথাপি যতদিন তোমরা হুযায়ফার অধীনস্থ অঞ্চলে অবস্থান করবে, তিনি তোমাদের সবার আমীর থাকবেন। সেখানে কার্যসম্পাদন শেষে তোমরা মাহ্‌রা চলে যেও। এরপর সেখান থেকে ইয়েমেন চলে যাবে এবং ইয়েমেন ও হাযার মওত-এর অভিযানে মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যা'র সঙ্গ দেবে এবং ওমান ও ইয়েমেন-এ যারা মুরতাদ হয়েছে তাদেরকে দমন করবে। যুদ্ধে তোমার অর্জন সম্পর্কে যেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছতে থাকে। হযরত আবু বকর (রা.) এসব নির্দেশ প্রদান করেন। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইকরামার যাত্রারম্ভের পূর্বে হুযায়ফা বিন মিহসান গিলফানী ওমান আর আরফাযা বারকী মাহরা'র মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইকরামা নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরফাযা ও হুযায়ফার পেছনে রওয়ানা হন আর তাদের উভয়ের ওমানে পৌঁছার পূর্বেই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হন। এর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দুজনকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, ওমানের কার্যসম্পাদনের পর তারা যেন ইকরামার মতামত অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি চাইলে তাদেরকে সাথে নিতে পারেন অথবা ওমানে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। যাহোক, এরপর যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এই তিনজন আমীর যখন ওমান এর নিকটবর্তী রিজাম নামক স্থানে পরস্পর মিলিত হন তখন তারা জায়ফার এবং আব্বাদ এর কাছে নিজেদের বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। অপরদিকে লাকীদ যখন তাদের সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পায় তখন সে নিজ দলের লোকদের একত্র করে এবং দাবা'তে এসে শিবির স্থাপন করে। জায়ফার ও আব্বাদও নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকে বের হন আর সোহার এসে শিবির স্থাপন করেন। হুযায়ফা, আরজাফা ও ইকরামাকে বলে পাঠান যে, আপনারা সবাই আমাদের কাছে চলে আসুন। অতএব যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে তারা সবাই এই দু'জনের কাছে সোহার-এ একত্রিত হন আর নিজেদের সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ মুরতাদদের থেকে পবিত্র করেন। এক পর্যায়ে আশেপাশের সমস্ত লোকের সাথে তাদের সন্ধি হয়ে যায়। অধিকন্তু উক্ত আমীরগণ লাকীদ-এর সঙ্গী সর্দারদের পত্র লিখেন। তারা বনু জুদায়েদ-এর নেতার মাধ্যমে আরম্ভ করেন। পত্যুত্তরে সর্দাররাও মুসলমানদেরকে পত্র লিখে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে,

এর ফলে নেতারা লাকীদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর পর লাকীদ এর সেনাবাহিনীর সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধের পর ইকরামা ও হুযায়ফা এ বিষয়ে একমত হন যে, হুযায়ফা ওমানেই অবস্থান করবেন এবং বিষয়াদি সামলাবেন ও মানুষের নিরাপত্তা বিধান করবেন, অপরদিকে হযরত ইকরামা মুসলমানদের বড় একটি বাহিনীর সাথে অন্যান্য মুশরিকদের মূলোৎপাটন করার জন্য সামনে এগিয়ে যান। তিনি মাহ্‌রা থেকে নিজের যুদ্ধের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। হযরত ইকরামা'র মাহ্‌রা গোত্রের দিকে অগ্রাভিযানের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, আম্মানের মুরতাদদের দমনের পর ইকরামা নিজ সেনাবাহিনীর সাথে নাজাদ এলাকার মাহ্‌রা গোত্রের দিকে রওয়ানা হন। লেখা আছে যে, তিনি ওমানের জনগণ ও ওমানের আশেপাশের লোকদের কাছে তার এই অভিযানের জন্য সাহায্য চান। তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন, এমনকি মাহ্‌রা গোত্রের বসতিস্থলে পৌঁছে যান। তার সাথে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ছিল। এমনকি ইকরামা মাহ্‌রা গোত্র ও এর নিকটবর্তী এলাকায় চড়াও হন। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য মাহ্‌রা গোত্রের লোকেরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে ছিল। একটি দল জয়রুত নামক স্থানে শিখরীত নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে। দ্বিতীয় দল নাজাদ এ বনু মুহারেব এর এক ব্যক্তি মুসাব্বা-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে পুরো মাহ্‌রা গোত্র এই সেনাদলেরই নেতার অধীনে ছিল, শিখরীত ও তার দল ব্যতীত। এই দুই সর্দার একে অপরের বিরোধী ছিল এবং একে অপরকে নিজের দিকে আহবান করতো, আর এই উভয় সেনাদলের প্রত্যেকেই চাইতো যেন তাদের নেতাই সফলতা লাভ করে। এটাই সেই বিষয় ছিল যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ় করেন আর শত্রুদেরকে দুর্বল করে দেন। ইকরামা যখন শিখরীত-এর অধীনে অল্প সংখ্যক লোক দেখেন তখন তিনি তাকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানান। অর্থাৎ তারা পূর্বে মুসলমান ছিল, তাদের বলেন পুনরায় মুসলমান হয়ে যাও আর এখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করো না। অতএব এই প্রাথমিক আহ্বানেই শিখরীত তার আহ্বান গ্রহণ করে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুসাব্বাকে দুর্বল করে দেন। এরপর ইকরামা মুসাব্বা'র কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন এবং তাকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন এবং কুফর থেকে ফিরে আসার আহবান জানান। কিন্তু তার সাথে যে বিশাল সংখ্যক মানুষ ছিল সেই সংখ্যাধিক্য তাকে ধোঁকায় ফেলে দিল। শিখরীত-এর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসাব্বা ও শিখরীতের মাঝে দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। যাহোক ইকরামা তার বিরুদ্ধে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন এবং শিখরীতও তাঁর সাথে ছিল। নাজাদ-এ এই দু'জনের সাথে মুসাব্বা'র লড়াই হয় আর তারা এখানে দাবা থেকেও ভয়ংকর যুদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'লা মুরতাদ বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন এবং তাদের নেতা নিহত হয়। মুসলমানরা পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাদের এক বড় সংখ্যক লোককে হত্যা করে আর বহু লোককে বন্দি করা হয়। আর গমিতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে দুই হাজার সংখ্যক উন্নত জাতের উটনীও মুসলমানদের হস্তগত হয়।

হযরত ইকরামা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পাঁচভাগে ভাগ করেন এবং শিখরীতকে 'খুমুস' এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। অবশিষ্ট চার ভাগ তিনি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এভাবে ইকরামার সৈন্যদল বাহন, ধনসম্পদ এবং যুদ্ধের সরঞ্জামাদির কারণে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। হযরত ইকরামা সেখানেই অবস্থান করে সেই অঞ্চলের সমস্ত লোকজনকে একত্রিত করেন আর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। হযরত ইকরামা

এই বিজয়ের সু-সংবাদ সায়েব নামক এক ব্যাক্তির মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন।

এরপর হযরত ইকরামার ইয়েমেন অগ্রাভিযানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তার পত্রে, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, হযরত ইকরামাকে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যে, মাহরার পর ইয়েমেন চলে যাবে আর ইয়েমেন ও হাযার মওত-এর অভিযানে হযরত মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যার সাথে থাকবে। আর ওমান ও ইয়েমেনে যারা মুরতাদ হয়েছে তাদেরকে দমন করবে। অতএব হযরত ইকরামা হযরত আবু বকরের এই নির্দেশনা পালনার্থে মাহরা থেকে বের হয়ে ইয়েমেন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং আবিয়ানে গিয়ে পৌঁছেন। আবিয়ান হচ্ছে ইয়েমেনের একটি গ্রাম। তার সাথে অনেক বড় এক সৈন্যবাহিনী ছিল যাতে মাহ্‌রা গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রের অনেক লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত ইকরামা তার পূর্ণ অবস্থান দক্ষিণ ইয়েমেনে (সীমাবদ্ধ) রাখেন এবং সেখানে নাখা ও হিমিয়ার গোত্রগুলোকে দমন করার কাজে ব্যস্ত থাকেন, আর (এতে) উত্তর ইয়েমেনে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই পড়ে নি। হযরত ইকরামা নাখা গোত্রের পলাতক লোকদের পাকড়াও করার পর সেই গোত্রের লোকদের একত্রিত করেন আর তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তখন তারা বলে, অজ্ঞতার যুগেও আমরা ধর্মানুরাগী ছিলাম, ধর্মের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ছিল। আমরা আরববাসীরা একে অপরের ওপর আক্রমণ করতাম না। তাই আমাদের তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা সেই ধর্মে প্রবেশ করব যার কল্যাণ সম্বন্ধে আমরা অবগত হয়েছি আর যার ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এখন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। হযরত ইকরামা যখন তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, তারা কি মন থেকেই এসব বলছে নাকি শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য বলছে। তিনি জানতে পারেন যে, বিষয়টি তেমনই যেমনটি তারা বর্ণনা করেছিল; তারা প্রকৃত অর্থেই সত্য কথা বলেছিল। তাদের জনসাধারন রীতিমতো ইসলাম ধর্মে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও তাদের বিশেষ ব্যাক্তিবর্গের মাঝে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা পলায়ন করে। এভাবে হযরত ইকরামা নাখা এবং হিমিয়ার গোত্রকে মুরতাদ হওয়ার অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন আর তিনি তাদেরকে একত্রিত করার জন্য সেখানেই অবস্থান করেন। আবিয়ানে হযরত ইকরামার অবস্থানে আসওয়াদ আনসীর অবশিষ্ট দলের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল কায়েস বিন মাকশু এবং আমর বিন মা'দী কারেব। সানা থেকে পলায়ন করার পর কায়েস সানাতেই ঘুরাঘুরি করতে থাকে। আর আমর বিন মা'দী কারেব আসওয়াদ আনসীর লাহাজে অবস্থিত দলে যোগদান করেছিল। কিন্তু হযরত ইকরামা যখন আবিয়ানে পৌঁছেন তখন তারা উভয়েই, অর্থাৎ কায়েস ও আমর বিন মা'দী কারেব তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে একত্রিত হয়, অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় । কিন্তু শীঘ্রই এই দুই জনের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় আর একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবে হযরত ইকরামার পূর্ব দিক থেকে আগমন লাহাজে অবস্থিত মুরতাদদের দলকে নিঃশেষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইয়েমেনের পাশেই কিন্দা গোত্রের বসতি ছিল, যা হাযার মওত অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.)। তিনি যাকাতের বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করলে তার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যা উভয়েই তার সাহায্যের জন্য পৌঁছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যার বরাতে বর্ণনা

করা হবে। যাহোক, হযরত ইকরামা যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান সম্পাদনের পর মদিনায় ফিরে আসার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন তখন তার সফরসঙ্গী হিসেবে নোমান বিন জওনের কন্যাও ছিল যার সাথে তিনি যুদ্ধের ময়দানেই বিবাহ করেছিলেন। যদিও তিনি জানতেন যে, এর পূর্বে উম্মে তামীম ও মাজাআর কন্যাকে বিবাহ করার কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন (এবং এ বিষয়ে বিগত খুতবাগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) এতদসত্ত্বেও হযরত ইকরামা (রা.) তাকে বিবাহ করেন। এর ফলে হযরত ইকরামা (রা.)-এর সেনাদলের কয়েকজন সদস্য তার দল ত্যাগ করে। বিষয়টি মুহাজের (রা.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয় কিন্তু তিনিও মামলার কোনো নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন নি আর এই সমস্ত বিষয় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে লিখে তাঁর সিদ্ধান্ত যাচনা করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পত্র মারফত জবাব দেন, ইকরামা বিবাহ করে কোনো অবৈধ কাজ করেন নি। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এ বিষয়ে আশ্বস্ত হন কিন্তু কতক লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হলো, কথিত আছে যে, নো'মান বিন জন একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার মেয়েকে বিবাহ করার অনুরোধ জানায় কিন্তু মহানবী (সা.) অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তার মেয়েকে পিতার সাথে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) যেহেতু উক্ত মেয়েকে বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাই হযরত ইকরামা (রা.)-এর সেনাদলের একাংশের ধারণা ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শের অনুসরণে হযরত ইকরামা (রা.)-এরও সেই মেয়েকে বিবাহ করা উচিত হয় নি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাদের এই যুক্তি আমলে নেন নি। তিনি বলেন, তোমাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং হযরত ইকরামা (রা.)-এর বিবাহকে বৈধ বলে আখ্যা দেন। হযরত ইকরামা (রা.) সস্ত্রীক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেনাদলের সেই অংশ যারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে দলছুট হয়েছিল, তারা পুনরায় এসে তার বাহিনীতে যোগ দেয়।

আসমা বিনতে নো'মান বিন জন নামক যে মেয়ের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল, হযরত ইকরামা (রা.) যে মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর সাথে সেই মেয়ের বিবাহ হয়েছিল কিন্তু রুখসাতানার পূর্বেই তার এমন আচরণ প্রকাশ পায় যে, মহানবী (সা.) সেই মহিলাকে তার নিজের গোত্রে ফেরত পাঠিয়ে দেন। তার নাম এবং পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ আছে। অনেকে তার বিবাহ হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যা বিন আবি উমাইয়্যার সাথে হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন। যাইহোক এই ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: "যখন আরব বিজিত হয় এবং ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে তখন কিন্দা গোত্রের এক মহিলা যার নাম আসমা বা উমাইমা ছিল এবং আর সে জওনিয়া অথবা বিনতুল জওন নামেও প্রসিদ্ধ ছিল, তার ভাই লোকমান মহানবী (সা.)-এর নিকট নিজ জাতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করে। সেসময় সে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজ বোনের বিবাহ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তখনই মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রস্তাবও দেয় যে, আমার এই ভগ্নির পূর্বে এক আত্মীয়ের সাথে বিবাহ হয়েছিল কিন্তু এখন সে বিধবা, সে খুব সুন্দরী এবং যোগ্যও বটে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি তাকে বিবাহ করুন। মহানবী (সা.) যেহেতু আরবের গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইতেন তাই তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বলেন, সাড়ে বারো

আওকিয়া রূপা দেনমোহরে বিবাহ পড়ানো হোক। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সম্মানিত লোক, সে নিরিখে মোহরানা খুব সামান্য মনে হচ্ছে। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমি আমার কোনো স্ত্রী বা মেয়ের জন্য এর অধিক মোহরানা ধার্য করি নি। যখন সে এতে সম্মতি প্রকাশ করে তখন বিবাহ পড়ানো হয় এবং সে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে যে, আপনি কাউকে প্রেরণ করে আপনার স্ত্রীকে আনিয়ে নিন। মহানবী (সা.) আবু উসায়েদ (রা.)-কে এই কাজের দায়িত্ব দেন। আবু উসায়েদ সেখানে যান। জওনিয়া তাকে (রা.) নিজ ঘরে প্রবেশ করতে বলে। তখন হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন সে অন্য বিষয়ে জানতে চায় এবং তিনি (তথা হযরত আবু উসায়েদ) তাকে উত্তর দেন আর উটে আরোহন করিয়ে তাকে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং খেজুর গাছ পরিবেষ্টিত একটি গৃহে অবতরণ করান। তার আত্মীয়রা তার সাথে তার ধাত্রীকে পাঠিয়ে দেয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যেরূপে আমাদের দেশেও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা পারিবারিক কোন একজন চাকর বা ভৃত্য সাথে দিয়ে দেয় যেন মেয়ের কোন ধরনের কষ্ট না হয়। এই মহিলা যেহেতু সুন্দরী বলে খ্যাত ছিল আর এমনিতেও মহিলাদের নববধু দেখার আগ্রহ থাকে তাই মদীনার নারীরা তাকে দেখতে যায়। সেই মহিলার বর্ণনানুযায়ী কোন মহিলা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে, প্রথম দিন অর্থাৎ বাসর রাতেই প্রভাব বিস্তার করতে হয়। মহানবী (সা.) যখন তোমার কাছে আসবেন তখন বলে দিবে যে, আমি আপনার কবল থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। ফলে তিনি তোমার প্রতি অধিক অনুরক্ত হয়ে যাবেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যদি এই কথা সেই মহিলার অর্থাৎ যার সাথে বিয়ে ছিল, বানানো না হয়ে থাকে তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, কোন মুনাফিক তার স্ত্রী কিংবা তার অন্য কোনো আত্মীয়ের মাধ্যমে এমন দুষ্টোমি করে থাকবে অর্থাৎ এমন ধরনের কথা বলানো। মোটকথা মহানবী (সা.) যখন তার আগমনের সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) তার জন্য নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করেন।

হাদীসে এ বিষয়ে যা লেখা আছে তার অনুবাদ হল, মহানবী (সা.) যখন তার নিকট আসেন তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সঁপে দাও। তখন সে জবাব দেয়, রাণী কি তার নিজ সত্তাকে সাধারণ মানুষের হাতে সঁপে দিতে পারে? নাউযুবিল্লাহ্‌, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করেছে। আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, তখন মহানবী (সা.) এই ধারণা করেন যে, অপরিচিত হওয়ার কারণে সম্ভবত ভয় পেয়েছে, তাই তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য তার শরীরে তিনি (সা.) হাত রাখেন। তিনি (সা.) তাঁর হাত রাখামাত্রই সে এই নোংরা ও অযৌক্তিক কথা বলে বসে যে, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেহেতু একজন নবী খোদা তা'লার নাম শুনে পরম বিনয় প্রদর্শন করেন এবং তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতি গভীর অনুরাগ রাখেন, তার এই কথা শুনে তিনি (সা.) তাৎক্ষণিক বলেন, তুমি অনেক বড় সত্তার দোহাই দিয়েছ এবং তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছ, যিনি সর্বোত্তম আশ্রয়দাতা; তাই আমি তোমার অনুরোধ গ্রহণ করছি। অতএব তিনি (সা.) তখনই বাইরে বের হয়ে আসেন এবং বলেন, হে আবু উসায়েদ! তাকে দুটি চাদর দিয়ে দাও এবং তার পরিবারের কাছে তাকে পৌঁছে দাও। অতএব এরপর তার মোহরের অংশ ছাড়াও অনুগ্রহস্বরূপ দুটি সুতির চাদরও দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

খুব উন্নত মানের সাদা লম্বা সুতি চাদর ছিল যেন পবিত্র কুরআনের নির্দেশ **ওয়ালা তানসাউল ফাযলা বাইনাকুম-** বাস্তবায়িত হয়, যা এমনসব নারীদের সম্পর্কিত যাদেরকে

স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেয়া হয়। তিনি (সা.) তাকে বিদায় করে দেন এবং আবু উসায়েদ (রা.) তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তার গোত্রের লোকদের নিকট এটি অত্যন্ত অসহনীয় ছিল এবং তারা তাকে তিরস্কার করে; কিন্তু সে এই উত্তরই প্রদান করতে থাকে যে, এটি আমার দুর্ভাগ্য আর সে এটিও বলেছে যে, আমাকে প্ররোচিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন তোমার কাছে আসবেন তখন তুমি দূরে সরে যাবে এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। এভাবে তার ওপর তোমার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হবে। জানা নেই, কারণ এটিই ছিল নাকি অন্য কিছু। যাহোক সে ঘৃণার বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছিল এবং মহানবী (সা.) তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান এবং তাকে তালাক দিয়ে দেন।

এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে এটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি অর্থাৎ হযরত উসায়েদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণে। যাহোক হযরত ইকরামা (রা.) কিন্দা, হাযারমাওত থেকে ইয়েমেন এবং মক্কার পথে ফেরত আসেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে খালেদ বিন সাঈদ-এর সাহায্যের জন্য রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ইকরামা (রা.) তাঁর সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পরিবর্তে অপর একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন । এ কথা ভেবে তাদেরকে ছুটি দিয়ে দেন যে, এখন তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, অনেক বড় যুদ্ধাভিযান শেষ করে এসেছ। মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অপর এক বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, তারা যেন ইকরামা (রা.)'র পতাকা তলে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে হযরত ইকরামা (রা.) যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন- এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ সিরিয়া অভিযানের বিবরণে উপস্থাপন করা হবে।

এরপর পঞ্চম যে অভিযান ছিল, সেটি ছিল মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানার যুদ্ধাভিযান। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামাকে মুসায়লমার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাহায্যার্থে হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানাকেও ইয়ামামার দিকে যেতে নির্দেশ দেন। হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ বিন মুতআ এবং তাঁর মাতার নাম ছিল হাসানা। কেউ কেউ তাঁকে কিন্দি আর কেউ কেউ তামিমী বলে অভিহিত করে। শুরাহ্বিলের পিতা তাঁর শৈশবকালেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর তাঁর মাতা হাসানার নামানুসারেই তিনি শুরাহ্বিল বিন হাসানা নামে প্রসিদ্ধ হন। হযরত শুরাহ্বিল বিন হাসানা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি তার ভাইদের সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। আর যখন হাবশা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি মদীনায় বনু যুরায়েকের আবাসিক বাড়িতে অবস্থান করেন। খিলাফতের রাশেদার যুগে তিনি প্রসিদ্ধ সেনাপতিদের একজন ছিলেন। তিনি ১৮ হিজরীতে ৬৭ বছর বয়সে আমওয়াসের প্লেগে মৃত্যুবরণ করেন।

যাহোক, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত শুরাহ্বিল (রা.)'র পৌঁছানোর পূর্বে আক্রমণ করবে না– এই মর্মে হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশ সত্ত্বেও ইকরামা তাড়াহুড়ো করেন এবং হযরত শুরাহ্বিল আসার পূর্বেই মুসায়লামার ওপর আক্রমণ করে বসেন যাতে বিজয়মুকুট তাঁর মাথায় শোভা পায়। কিন্তু মুসায়লামা তাঁকে পিছু হটিয়ে দেয় আর হযরত ইকরামা যখন এই ব্যর্থতার সংবাদ হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রেরণ করেন, তখন যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ভৎসর্না করে একটি

চিঠি লিখেন এবং বলেন, এই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মদীনায় ফিরে আসবে না, পাছে লোকদের মাঝে আবার হতাশা না ছেয়ে যায়। আর তাকে ওমান অভিমুখে যাবার নির্দেশ দেন। হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা (রা.) পথিমধ্যেই হযরত ইকরামা (রা.)-এর পরাজিত হওয়ার সংবাদ পান। তিনি (রা.) অগ্রযাত্রা স্থগিত করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট পরবর্তী নির্দেশনা চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে লিখে পাঠান, তুমি যেখানে আছো সেখানেই অবস্থান কর। হযরত আবু বকর (রা.) শুরাহ্‌বিল (রা.)-কে লিখে পাঠান, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ইয়ামামার নিকটেই অবস্থান কর এবং যে ব্যক্তি অর্থাৎ মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছি, আপাতত তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। এরপর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে ইয়ামামার অভিযানের জন্য নিযুক্ত করেন তখন হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানাকে নির্দেশ দেন, যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ তোমার সাথে এসে যুক্ত হবে এবং ইয়ামামার অভিযান সফলভাবে সমাপ্ত করবে তখন কুযা'আ গোত্রের অভিমুখে যাত্রা করবে এবং হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়ে সেসব বিদ্রোহীকে দমন করবে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এর বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর। (হুযূর বলছেন,) শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি বরং বিরোধিতাও করেছে। কুযাআ' গোত্রও আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র ছিল যারা মদীনা থেকে দশ মঞ্জীল দূরে **'কুরা'** উপত্যকা পার হয়ে **মাদায়েনে সালেহ্‌**'র (অর্থাৎ সালেহ্‌'র শহরের) পশ্চিমে বসবাস করতো। যাহোক, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র নির্দেশ অনুযায়ী হযরত শুরাহ্‌বীল তার সৈন্যবাহিনীসহ সেখানেই অবস্থান করেন, এরইমধ্যে মুসায়লামা তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। এই (ঘটনার) বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক লিখেন,

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ইয়ামামার পথেই ছিলেন, তখন মুসায়লামার সৈন্যবাহিনী হযরত শুরাহ্‌বীলের সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.)-ও সেই একই ভুল করেছিলেন যা তাঁর পূর্বে প্রেরিত সেনাপতি হযরত ইকারামা করেছিলেন। অর্থাৎ, মুসায়লামার বিরুদ্ধে বিজয় মুকুট লাভ করার বাসনায় অগ্রসর হন কিন্তু তাকেও পরাজয় বরণ করে পিছু হটতে হয়েছিল। আসল ঘটনাটি এমন নয় বরং হযরত শুরাহ্‌বীল পাছে হযরত খালিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের ক্ষতি না করে বসেন- এই আশংকায় ইয়ামামার সৈন্যরা অর্থাৎ, মুসায়লামার বাহিনী আগ বাড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসে এবং তাদের পরাজিত করে পিছু হটাতে সফল হয়। এ দু'টোর মধ্যে কোন একটি ঘটে থাকবে, তবে ঘটনা হলো- হযরত শুরাহ্‌বীল তাঁর সেনাদল নিয়ে পিছু হটেন। যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের কাছে পৌঁছেন এবং সকল পরিস্থিতি ও ঘটনা জানতে পারেন, তখন তিনি হযরত শুরাহ্‌বীলকে ভর্ৎসনা করেন। হযরত খালিদের অভিমত ছিল, 'যদি শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পুরো শক্তি না থাকে তাহলে কাঙ্খিত শক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই লড়াই এড়িয়ে যাওয়া উচিত'। শক্তি না থাকা সত্ত্বেও শত্রুর সাথে যুদ্ধ বাঁধানো উচিত নয় পাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। যাহোক, পরবর্তীতে হযরত শুরাহ্‌বীল, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত শুরাহ্‌বীল কে **'মুকাদ্দামাতুল জায়েশ'** বা অগ্রসেনার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ, তাকে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; ডান দিকে যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) কে ও বাম দিকে

আবু হুযায়ফা বিন উতবা বিন রবীআ কে নিযুক্ত করেন। ইয়ামামার অভিযান সম্পন্ন হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র নির্দেশ অনুসারে হযরত শুরাহ্বীল বনু কুযাআ'র বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য হযরত আমর বিন আসের সাথে যোগ দেন। অতএব, (ইতিহাসে) লেখা আছে, হযরত শুরাহ্বীল ও হযরত আমর বিন আ'স কুযাআ'র বিদ্রোহী মুরতাদদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। হযরত আমর বিন আ'স **সা'দ ও বালক্** গোত্রের ওপর আক্রমণ করেন এবং হযরত শুরাহ্বীল **কালব্** গোত্র ও এর অধীনস্ত গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

ষষ্ঠ অভিযান ছিল বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে আমর বিন আসের যুদ্ধাভিযান। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত আমর বিন আ'সকে প্রদান করেন এবং তাকে তিনটি গোত্র- **কুযাআ', ওয়াদী'আ ও হারেস** কে মোকাবিলা করতে যাবার নির্দেশ দেন। **কুযাআ'**ও আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র– মদীনা থেকে দশ মঞ্জীল দূরত্বে **ওয়াদিউল কুরা** পার হয়ে সালেহ্ (মাদায়েনের) পশ্চিমে যাদের বসবাস। হযরত আমর বিন আ'স (রা.)'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হল, তার নাম আমর এবং ডাকনাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্, কিংবা কারও কারও মতে আবু মুহাম্মদ। তার পিতার নাম **আ'স বিন ওয়ায়েল** (এবং) তার মায়ের নাম ছিল **নাবেগা বিনতে হারমালা**। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার মায়ের আসল নাম ছিল সালমা, নাবেগা ছিল তার উপাধি। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) ৮ম হিজরীতে মক্কা-বিজয়ের ছ'মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে ৮ম হিজরীতে ওমানের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদেই বহাল থাকেন। এরপর তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন বিজয়াভিযানে যোগ দেন এবং হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ফিলিস্তিনের শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে একটি বিশেষ কীর্তি হল মিশর-বিজয়। মিশর-বিজয়ের পর হযরত উমর (রা.) তাকে মিশরের শাসক নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি মিশরের শাসকের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হন এবং ফিলিস্তিনে নিভৃতজীবন বেছে নেন। আমীর মুয়াবিয়া তাকে পুনরায় মিশরের শাসক নিযুক্ত করেন এবং আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি ৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন; কতকের মতে ৪৭ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়, কারও কারও মতে তিনি ৪৮ হিজরীতে মারা যান আবার কেউ কেউ বলে, ৫১ হিজরীতে (তার মৃত্যু) হয়েছে। কিন্তু সাধারণত ৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণের অভিমতটি সঠিক বলে গণ্য করা হয়। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) অত্যন্ত বাগ্মী ও সুবক্তা ছিলেন, অত্যন্ত বাকপটু ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ ও সেনানায়ক ছিলেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সেনা অভিযানে তার ওপর আস্থা রাখতেন। আমর বিন আ'স (রা.)'র পুত্র আব্দুল্লাহ্ ও স্ত্রী উম্মে আব্দুল্লাহ্র সমন্বয়ে গঠিত পরিবারটিকে সবচেয়ে উত্তম ও আদর্শ পরিবার আখ্যা দেয়া হয়েছে। জনৈক লেখক লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.) যে এগারটি পতাকা তৈরি করিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটি পতাকা ছিল আমর বিন আসের জন্য। তিনি (রা.) তাকে কুযাআ'র মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন, কেননা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও **'যাতুস্ সালাসীল'** এর যুদ্ধে কুযাআ' গোত্রের সাথে লড়াই করেছিলেন। আর এই গোত্রের পুরো অবস্থা এবং তাদের সকল যাত্রাপথ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

মহানবী (সা.) ৮ম হিজরীর জিলহজ্ব মাসে হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে ওমানের দুজন নেতা জুলন্দিয়াহ্র দু'পুত্র জায়ফর এবং আব্বাদ এর নিকট একটি তবলিগী

পত্রসহ প্রেরণ করেছিলেন। এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ পরম সাফল্য বয়ে আনে আর ওমানবাসী হযরত আমর বিন আ'স (রা.)'র হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) সন্তুষ্টির নিদর্শন হিসেবে তাকে ওমানেই যাকাত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন। ওমানে অবস্থানকালেই হযরত আবু বকর (রা.)'র পত্র মারফত তিনি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পান। তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের অধিকাংশ গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের দমন করার লক্ষ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে ওমান থেকে ডেকে পাঠান, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র নির্দেশের অনুবর্তিতায় ওমান থেকে মদীনায় চলে আসেন। ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের নৈরাজ্য দমনকল্পে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন এগারোজন আমীর নিযুক্ত করেন তখন তিনি শুরাহ্‌বীল বিন হাসানাহ্'কে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, যখন তোমরা ভালোভাবে ইয়ামামার অভিযান শেষ করবে তখন কুযাআ' গোত্র অভিমুখে যাত্রা করবে আর হযরত আমর বিন আ'সের সাথে মিলিত হয়ে কুযাআ'র সেসব বিদ্রোহীকে দমন করবে যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে এবং এর বিরোধিতার বদ্ধপরিকর থাকবে। অতএব, হযরত আমর বিন আ'স ও হযরত শুরাহ্‌বীল উভয়ে সম্মিলিতভাবে কুযাআ' গোত্রের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করেন এবং তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন। জনৈক লেখক এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে লিখেন,

কুযাআ' গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও ভয় বা ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। এ কারণেই মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর যখনই তারা মুসলমানদের দুর্বলতা আঁচ করতে পেরেছে তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। খেলাফতের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমর বিন আ'স (রা.) নিজ সৈন্যদের নিয়ে সেই পথেই জুযাম অভিমুখে রওয়ানা হন যেপথ দিয়ে পূর্বে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কুযাআ' গোত্রকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত দেখতে পান। যুদ্ধ শুরু হয় ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। পূর্বের ন্যায় এবারও কুযাআ' গোত্রকে পরাজিত হতে হয় আর হযরত আমর বিন আ'স (রা.) তাদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করেন এবং তাদেরকে পুনরায় ইসলামের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অবশিষ্ট অভিযানের উল্লেখ আগামীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লণ্ডন কর্তৃক অনূদিত)